দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 22 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

76

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষা

চলতি সন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত ছিল। ইংরেজী একটি আন্তর্জাতিক ভাষা। এ হিসেবে গোড়া থেকে ঐ শিক্ষার প্রবর্তন যে অনস্বীকার্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে ইংরেজীকে শিক্ষার মত শিক্ষা না দিতে পারলে উক্ত শিক্ষার কোন ফায়দা হবে না। কেননা,

আজকাল তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ঐ শিক্ষার প্রবর্তন থাকলেও তাতে কোন ফায়দা হচ্ছে না। ফলে, মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা নামকাওয়াস্তে ইংরেজী শিখে থাকে। বলা যায়, মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের ৮৫/৯০ ভাগ ইংরেজীতে ফেল করে থাকে। আর এর ফলে, আইএ'তে গিয়েও তারা ইংরেজীতে জ্ঞান লাভে ব্যর্থ হয়।

আইএ পাস করে বহু ছাত্র-ছাত্রী নাম ধাম পর্যন্ত শুদ্ধ রূপে লিখতে ও পড়তে পারে না।

ইংরেজী শিক্ষার অবনতির কারণে বিএতে কেউই ইংরেজী নিতে চায় না। অবশ্য বিএতে ইংরেজী ঐচ্ছিক রয়েছে, এ ব্যবস্থার ফলে বিএতে পাসের হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, তবে উচ্চ শিক্ষার অবনতি ঘটেছে। আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু থাকলেও ৯৫ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী বর্ণ জ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না। শিক্ষকরাও দায়সারাভাবে ইংরেজী শিক্ষা দিয়ে থাকে। দেখা গেছে যে, শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই ইংরেজীতে সঠিক জ্ঞান নেই। ঐ সব শিক্ষক ২/৩ বারে ম্যাট্রিক ও আইএ এমনকি কেউ কেউ বিএ পাস করে শিক্ষকতা গ্রহণ করে থাকে। আবার ২/১ জন যোগ্য শিক্ষক থাকলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে অন্যান্য বিষয় পাঠ দানে ব্যস্ত থাকে। ফলে, ইংরেজী শিক্ষা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোটেই হয় না। তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজীতে সঠিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকলে উচু স্তরসমূহে ইংরেজী শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব হতো।

১ম শ্রেণী থেকে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন যুক্তি-সঙ্গত নয় বলে আমরা মনে করি। কেননা, কচি শিশুরা আজকাল মাতৃভাষাই সঠিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিখতে পারছে না। এটা তাদের পক্ষে বোঝা হয়ে থাকবে বলে আমরা মনে করি।

আমাদের মতে, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এমনিভাবে ইংরেজীর প্রবর্তন আবশ্যক যে, যাতে করে তারা মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে।

বৃটিশ আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩য় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত এমই ও এমই মাদ্রাসাগুলোতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন বাধ্যতামূলক ছিল। সে আমলে ছাতর-ছাত্রীরা ঐ সব বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করে ইংরেজীতে চিঠিপত্র ও রচনা লিখতে পারতো। এটা কিসের জোরে সম্ভব হয়েছিল? উত্তম ব্যবস্থাপনাই ছিল সেকালে ঐ সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার মূল কারণ।

আমাদের মতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তনের জন্য সে আমলের মত ৩য় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজী প্রবর্তনের জন্য দেশের প্রবীণ অভিজ্ঞ, ইংরেজী শিক্ষাবিদদের মতামত গ্রহণ করা হলে এ ব্যাপারে সুফল পাওয়া যাবে।

আজকাল শহরে কেজি স্কুল চালু রয়েছে। পল্লী এলাকায় এ ধরনের বিদ্যালয় আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ঐ সব বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তবে, ঐ সব ইংরেজী মাধ্যম কেজি স্কুলগুলোর হাল হকিকত সন্তোষজনক নয় বলে জানা গেছে। দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের ছেলেমেয়েদেরকে কিভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া যায় সে ব্যাপারে গভীর চিন্তা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অন্যথায় হৃত সর্বস্ব গ্রামীণ লোকদের ছেলে-মেয়েদের জন্য কোন পরিকল্পনাই কার্যকরী হবে না বলে আমরা মনে করি।

মোটকথা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সঠিকভাবে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারলেই উঁচু স্তরসমূহে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা হবে না বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

—এম, এ, বশীর